APPENDIX-IX: LEAFLET

গ্রামীন এলাকার পরিকল্পনা

রুরাল এরিয়া প্ল্যান হবে উপজেলার গ্রামাঞ্চলের জন্য একটি ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা যা স্ট্রাকচার প্ল্যানে নির্দেশিত গ্রামীণ এলাকা নিয়ে প্রণীত হবে। রুরাল এরিয়া প্ল্যান করা হবে ২০ বছর মেয়াদের জন্য।

এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান

প্যাকেজের সর্বশেষ স্তর হচ্ছে এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান যা ৫ বছর মেয়াদের জন্য করা হয়। স্ট্রাকচার প্ল্যান থেকে অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পসমূহকে বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদী এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করা হবে। এই প্ল্যানে মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী সড়ক, আবাসিক / বাণিজ্যিক এলাকা, পার্ক, খেলার মাঠ, বাজার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি, কৃষি এলাকা প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত থাকবে।

১. প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন।
২. প্রকল্প এলাকার (মৌজা ও অন্যান্য মানচিত্র, সাধারণ পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি সংগ্রহ।
৩. ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ এবং সীমানা নির্ধারণ।
৪. স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ ও ফটোগ্রামেট্রিক (Photogrammetry) পদ্ধিতিতে প্রক্রিয়াকরণ।
৫. প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন প্রকার জরিপ (ভূমি বন্ধুরতা জরিপ, ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ভূমি ব্যবহার জরিপ, আর্থসামাজিক জরিপ, যানবাহন সমীক্ষা, জল-ভূতত্ব, কৃষি, পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা জরিপ ইত্যাদি)।
৬. সংগ্রহকৃত তথ্য উপাত্ত ও জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষন।
৭. প্রক্ষেপণ ও পরিকল্পনার মানদন্ড নির্ধারণ।
৮. প্রকল্প এলাকার খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিমালা তথা মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।
৯. গণশুনানী আয়োজন ও প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন।
১০. প্রকল্প এলাকার চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।
১১. প্রণীত মহাপরিকল্পনা অনুমোদন ও গেজেট নোটিফিকেশন।

প্রকল্প এলাকা পরিচিতি

রায়পুরা উপজেলা

মেঘনা, পুরাতনব্রহ্মপুত্র, আড়িয়ালখাঁ ও কাঁকন নদী বিধৌত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজেলা রায়পুরা নরসিংদী জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত। এই উপজেলার উত্তরে বেলাব উপজেলা, পূর্বে কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা, দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর ও বাঞ্ছারামপুর এবং নরসিংদী সদর উপজেলা, পশ্চিমে নরসিংদী সদর ও শিবপুর উপজেলা অবস্থিত।এই উপজেলা প্রায় ২৩°৫২ ৩২৪°০৪ উত্তর-অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা ও নরসিংদী জেলা সদর থেকে রায়পুরা উপজেলা সদরের দূরত্ব যথাক্রমে ৭৯কিঃমিঃ এবং ৩২কিঃমিঃ। এর মোট আয়তন ৩১২.৭৭ বর্গকিলোমিটার। তন্মধ্যে জলাশয় ও প্রশস্ত নদী ৪৩.৭৭ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা-৪,৫৪,৮৬০ জন, ইউনিয়ন- ২৪টি, পৌরসভা -১টি, গ্রাম-২৩৪টি, মৌজা-১১৩টি।

শিবপুর উপজেলা

নরসিংদী জেলাধীন শিবপুর উপজেলা ২৩.৫৬ হতে ২৪.০৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা এবং ৯০.৩৮ ডিগ্রী হতে ৯০.৫০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। শিবপুর উপজেলা ২০৬.৮৯ বর্গকিলোমিটার জায়গা নিয়ে গঠিত। এউপজেলার দক্ষিণে রায়পুরা, নরসিংদী সদর ও পলাশ উপজেলা, পূর্বে বেলাব ও রায়পুরা উপজেলা, উত্তরে মনোহরদী উপজেলা এবং পশ্চিমে পলাশ ও গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলা অবস্থিত। আয়তন- ২১৭.৭১ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা-৩,১৫,৬৬৭জন, পুরুষ ১,৫৪,২২৩ জন ও মহিলা ১,৬১,৪৪৪ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-১.৩৫%, জনসংখ্যার ঘনত্ব -১,৪৫০ জন /বর্গকিঃমিঃ ,থানারসংখ্যা-৬৫,০৯৪টি ,পৌরসভা-১টি ,ইউনিয়ন৯টি ,গ্রামসংখ্যা-১২৪টি মৌজা-১১৫টি

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা

ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ জেলার একটি প্রাচীন উপজেলা। ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার উত্তরে গৌরীপুর উপজেলা, পূর্বে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা, দক্ষিণে নান্দাইল উপজেলা এবং পশ্চিমে ত্রিশাল উপজেলা। জিলা সদর হতে দূরত্ব -সড়কপথে ২৪কিঃমিঃ ও রেলপথে ৩২কিঃমিঃ, আয়তন-২৮৬ বর্গকিঃমিঃ, পৌরসভার সংখ্যা-১টি, ইউনিয়নের সংখ্যা-১১টি, মৌজার সংখ্যা-২৯৩টি, গ্রামের/মহল্লারসংখ্যা-৩০৪টি, জনসংখ্যা-৩,৩৮,০৮০জন, পুরুষ- ১৭২৯৫২ জন এবং মহিলা-১,৬৫,১২৮ জন। মোট ভোটার সংখ্যা-২,৪৯,৮২১ জন। শিক্ষার হার-৩৫.২০%।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর অর্থায়নে

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন

"প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস" প্রকল্পের আওতায়

প্যাকেজ-০২ (রায়পুরা ও শিবপুর উপজেলা, জেলা নরসিংদী; ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা, জেলা-ময়মনসিংহ) এর অধীনে

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচিতি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান
SCPL শেলটেক কন্সালটেন্টস (প্রাঃ) লিঃ
এবং
আর্ক বাংলাদেশ লিঃ

মহাপরিকল্পনা তথা দীর্ঘ মেয়াদী ভৌত পরিকল্পনা

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৮ম বৃহৎ দেশ। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী যার (মোট জনসংখ্যা ১৪.৯৭ কোটি। দারিদ্র, আয়ের সীমিত সুযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ (বেশ কিছু কারণে বাংলাদেশে গ্রাম থেকে মানুষের শহরে স্থানান্তর হার অত্যন্ত বেশী। যেখানে সারা বিশ্বের নগরায়নের হার ৫২.১% সেখানে বাংলাদেশে বর্তমান নগরায়নের হার মাত্র ২৮% (আদমশুমারী, ২০১১)। প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত অবকাঠামোর অভাবে বড়-ছোট সকল শহর এবং সংলগ্ন অঞ্চলসহ এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও সমস্যা বাড়ছে। কেবলমাত্র পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন শহরএলাকাকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও আশেপাশের গ্রামাঞ্চলকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিনত করা ও নান্দনিকভাবে

আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা যায়। বাংলাদেশের সকল শহর ও অঞ্চল বিশেষতঃ প্রতিটি উপজেলাকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি অঙ্গীকার যা বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি পরিকল্পনা তথ্যঃ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৬ষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতিতে বিবৃত হয়েছে। উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাথমিক পর্যায়ে ১৪টি উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। সমগ্র উপজেলার ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে **২০ বছর** মেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে যা পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা হবে। এ সকল অঞ্চলে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, একই সাথে সারা দেশে বৈষম্যহীন উন্নয়নে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করবে।

মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

১. পরিকল্পনার মাধ্যমে উপজেলার উন্নয়নে গুনগত পরিবর্তন আনয়ন করা যাতে ঐ সব শহরে বসবাসকারী জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়;

২. উপজেলা পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী খাতের উন্নয়নে সমন্বয় সহায়তা প্রদান করা;

৩. জনগণের চাহিদা মোতাবেক তাদের অংশগ্রহনমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহুমুখী বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী করা যাতে নগরবাসীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে। এসব বিনিয়োগ পরিকল্পনায় শহরের জলনিস্কাশন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, পরিবহন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ প্রাধান্য পাবে;

৪. শহরে (বেসরকারী বা ব্যক্তিখাত উন্নয়নের জন্য এমন একটি নিয়ন্ত্রণ রুপরেখা (Control Mechanism) তৈরী করা যেখানে ভবিষ্যতে উন্নয়ন নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণের সুবিধা থাকবে; এবং

৫. শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় এমন দিক নির্দেশনা দেয়া যাতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সুবিধাসমূহের পরিপূর্ণ ব্যবহার করা যায় এবং বাঁধাসমূহ সহজে দূর করা যায়।

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে যে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ রয়েছে (যেমন; উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ প্রভৃতি), স্থানীয় সরকার (পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধিভূক্ত এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব মূলতঃ তাদেরই। কিন্তু বাংলাদেশে এসকল স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব, প্রযুক্তি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, অর্থের স্বল্পতাসহ বিভিন্ন কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নের মত জটিল কাজটি তারা এখনো হাতে নিতে পারছে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৪টি উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। পাঁচটি প্যাকেজের আওতায় ১৪টি উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করা হবে। এর মধ্যে প্যাকেজ-০২ এর আওতায় ০৩ (তিন) টি উপজেলা যথাঃ রায়পুরা ও শিবগঞ্জ উপজেলা, জেলা নরসিংদী; ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা, জেলা- ময়মনসিংহ এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করা হবে।

পরিমর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ

১৪-টি উপজেলার আয়তন বিবেচনা করে ৫-টি প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইতোমধ্যে ৬-টি প্যাকেজের জন্য ৬টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছে। এর মধ্যে প্যাকেজ-০২ এর অর্ন্তভুক্ত রায়পুরা ও শিবগঞ্জ উপজেলা, জেলা নরসিংদী; ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা, জেলা- ময়মনসিংহ এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত হয়েছে- শেলটেক কন্সালটেন্টস (প্রাঃ) লিঃ এবং আর্ক বাংলাদেশ লিঃ।

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের পরিধি ও পদ্ধতি

উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতিকে প্রধানত ছয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে।
পর্ব-১: প্রারম্ভিক কার্যক্রম (ইনসেপশন এ্যাকটিভিটিজ)
পর্ব-২: বিভিন্ন প্রকার প্রেক্ষাপট সমীক্ষা (সার্ভে)
পর্ব-৩: শহরের বর্তমান অবস্থা ও প্রাক্কলন নির্ণয়
পর্ব-৪: উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ও বিকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বলিত মাষ্টার প্লান প্রণয়ন
পর্ব-৫: গণশুনানি ও সংশোধন, অনুমোদন এবং গেজেট নোটিফিকেশন

পরিকল্পনার স্তর

উপজেলার মহাপরিকল্পনা ৫টি স্তরে করা হবে। এগুলো হলো:
১. সাব রিজিওনাল প্ল্যান / উপ-অঞ্চল পরিকল্পনা (Sub-Regional Plan)
২. স্ট্রাকচার প্ল্যান (Structure Plan)
৩. আরবান এরিয়া প্ল্যান (Urban Area Plan)
- ভূমি ব্যবহান পরিকল্পনা (Land Use Plan)
- ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Drainage & Environ- mental Management Plan)
- ট্রান্সপোর্ট ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Transport & Traffic Management Plan)
- ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (Disaster Management Plant)

৪. গ্রাম পরিকল্পনা প্ল্যান (Rural Area Plan)
৫. এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান (Action Area Plan)

সাব রিজিওনাল প্ল্যান / উপ-অঞ্চল পরিকল্পনা

পরিকল্পনার প্রথম স্তর হলো জেলা পর্যায়ে ২০ বছর মেয়াদী সাব রিজিওনাল প্ল্যান বা উপ-অঞ্চল পরিকল্পনা। সাব রিজিওনাল প্ল্যান বা উপ-অঞ্চল পরিকল্পনা করা হবে সংশ্লিষ্ট জেলার ভূমি ব্যবহার, জলবায়ু, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক চিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে। এর আওতায় Conservation Plan করা হবে যা জাতীয় নীতি ও নীতিমালার ভিত্তিতে তৈরী হবে এবং এতে বিভিন্ন বিভাগীয় কৌশল অর্ন্তভূক্ত করা হবে।

স্ট্রাকচার প্ল্যান বা কাঠামো পরিকল্পনা

স্ট্রাকচার প্ল্যান করা হবে উপজেলা পর্যায়ে। এক একটি দীর্ঘমেয়াদী নীতিনির্ধারনী পরিকল্পনা যেখানে সমগ্র উপজেলার ভবিষ্যত ২০-বছর সময়ের পরিকল্পনার রুপরেখা ও যাবতীয় নীতিনির্ধারনী বিষয়সমূহ নির্ধারিত থাকবে। স্ট্রাকচার প্ল্যানে বিদ্যমান শহর, গ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলের আগামী ২০ বছরের উন্নয়ন (কৌশল বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভূমির ব্যবহার, আঞ্চলিক উন্নয়ন সমন্বয়, দুর্যোগ ও পরিবেশ সহ অন্যান্য সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কৌশল, পরিকল্পনা ও এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বাস্তবায়ন শুরু হলে ধীরে ধীরে শহরের বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রন ও আর্থ-সামাজিক বিকাশের স্বরুপ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদে পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা করে সময়োপযোগী ব্যবস্থা নেওয়া যায় যাতে এলাকার জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়।

আরবান এরিয়া প্ল্যান

উপজেলার অন্তর্গত শহর এলাকার জন্য নগর পরিকল্পনা প্ল্যান করা হবে। নগর পরিকল্পনা প্ল্যান ১০ বছর মেয়াদের জন্য করা হবে। মৌজা ম্যাপে অংকিত এটি হবে উপজেলার শহরাঞ্চলের জন্য একটি ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা যা স্ট্রাকচার প্ল্যানে নির্দেশিত শহর এলাকা নিয়ে প্রণীত হবে। এতে স্ট্রাকচার প্ল্যানে নির্দেশিত উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়ন নির্দেশনা এবং সকল প্রকার প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্ট করা থাকবে।